Vol. 32 | No. 3 | 1989

Check for updates

# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

## মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জ্ঞানচর্চা : প্যারিস-পর্ব


| | |
|---|---|
| Volume | 32 |
| Issue | 3 |
| Year | 1989 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মাহমুদ শাহ কোরেশী |
| Published online | June 1, 1989 |
| DOI | 10.62328/sp.v32i3.3 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v32i3.3 |
| Pages | 29-42 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

# মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জ্ঞানচর্চা : প্যারিস-পর্ব

মাহমুদ শাহ কোরেশী

আমাদের পূর্বসুরি পণ্ডিতবর্গ তাঁদের নামের আগে-পরে কষ্টার্জিত উপাধিসমূহের উল্লেখ বাঞ্ছিত মনে করতেন। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও জর্মন বিদ্বৎসমাজের প্রথানুসরণ হয়তো এক্ষেত্রে তাঁদের উৎসাহ যুগিয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে, ফরাশিদেশে উপাধির উল্লেখ রুচি বিগর্হিত বলে বিবেচিত। তাই, বর্তমান নিবন্ধকার যখন আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ১৯৬৫ সালে সমমানের একই উপাধিলাভ করে দেশে ফিরে তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে চাইলেন, তখন কোনো কোনো বুদ্ধিমান সহকর্মী আড়ালে মন্তব্য করতে ছাড়লেন না যে, গোলমাল আছে, নিশ্চয়ই। অনুমান করা অমূলক হবে না যে এ ঘটনার আটাশ বছর আগে সম্ভবত একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাই তাঁর প্রায় সব বইতে প্যারিসে অর্জিত "ডি. লিট. ডিপ্লোফোন" ডিগ্রীর উল্লেখ অনিবার্য ভাবে দ্রষ্টব্য। এই 'ডকটর' এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য খ্যাতির বিড়ম্বনা ও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে আজীবন। তাঁর কাছে নাকি লোক আসতো মানুষ অথবা ঘোড়ার চিকিৎসার জন্যে; কেউ আসতো বিয়ে, জানাজা বা মিলাদ পড়ানোর আবদার নিয়ে। এছাড়া প্রশংসাপত্র সংগ্রহের উৎসাহে সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থীদের অবারিত যাতায়াত তাঁর মূল্যবান সময়ের উপর যে চাপ সৃষ্টি করতো এতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি এজেন্যে যে এসব যোগা-যোগ শহীদুল্লাহর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও তাঁর পাণ্ডিত্য উপ-লব্ধিতে কার্যকর হয়নি কখনো। তাই, তাঁর সম্পর্কে লেখা যে পাঁচ/ছয়টি বই ও কয়েকডজন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতেও তাঁর যথার্থ পরিচয় তুলে ধরবার প্রয়াস কম; তাঁর গবেষণার জগতে প্রবেশ কাহিনী, গবেষণার বিষয় ব্যাখ্যা, গবেষণা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও সুকৃতি তুলে ধরতে খুব একটা দেখা যায় না। অবশ্য এ কাজ সুষ্ঠুরূপে সমাধা

করবার পথে বাধা অনেক। আমাদের মধ্যে তাঁর সমপর্যায়ের পণ্ডিত তো ছিলও না এবং এখনও নেই। তদুপরি, তাঁর অধীতব্য বিষয়াদির ব্যাপারে আমাদের সত্যিকার আগ্রহও আসলে ছিলনা। তাছাড়া তাঁর অনেক মূল্যবান রচনা আজ বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলোতে পাওয়া যায়না। যাহোক, বর্তমান নিবন্ধে আমরা তাঁর জীবনের প্যারিস-পর্বের উপর আলোকপাত করতে যেয়ে যে অসুবিধার সম্মুখীন হই তারই পরিপ্রেক্ষিতে এসব মন্তব্য করতে হলো। শহীদুল্লাহ্ প্যারিসে পড়তে গিয়েছিলেন কেন? তিনি চর্যাপদ ও দোহাকোষ নিয়েই বা গবেষণা করলেন কেন? সত্যি সত্যি প্যারিসে ও জর্মনীতে তিনি কী কী বিষয়ে পড়াশুনা করেছিলেন? তাঁর কাজ সম্পর্কে তাঁর শিক্ষক বা অন্য বিদ্বজ্জনদের কী ধারণা? এ ধরনের আরো কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত তবে উত্তরদান দুরূহ। অথচ এসব জটিলতার গ্রন্থিমোচন ব্যতিরেকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নামের যে 'সর্বজন শ্রদ্ধেয়' ব্যক্তিত্ব এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন পণ্ডিত, তাঁর যথার্থ পরিচয় কি মেলে?

আকৈশোর ভাষাচর্চায় আগ্রহী শহীদুল্লাহ সংস্কৃত ভাষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য অধ্যয়নে সমর্থ হলেন না এক সুবিদিত কারণে। এটি কিন্তু শাপে বর হলো তাঁর জন্যে। কেননা, এই সূত্রে তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুললেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভাগ এবং শহীদুল্লাহ হলেন এ বিষয়ে প্রথম ছাত্র এবং প্রথম ডিগ্রীধারী। কিন্তু তাঁর জন্যে সংগে সংগে উপযুক্ত চাকুরীর আশ্বাস এলোনা, রহস্যজনক কারণে পরবর্তী বছরে (১৯১৩) জর্মনীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের সরকারী বৃত্তিও ভাগ্যে জুটলোনা।[১] আশা-নিরাশার দোলা শহীদুল্লাহর জীবনের অংশীভূত অথচ এক আশ্চর্য স্থৈর্যে আজীবন বিদ্যাচর্চায় তিনি আত্মমগ্ন। আট বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো আশুতোষ-দীনেশের বিশেষ কৃপায় একটি অস্থায়ী গবেষণা-সহকারীর পদ গ্রহণের জন্যে। এর মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ক নানা লেখালেখির কাজ চলেছে। কখন সমাধা হয়েছে ফরাশি-জর্মনের প্রথম পাঠ, কেউ জানতেই পারলো না। "আমার সাহিত্যিক জীবন" শীর্ষক রচনায়[২] আমরা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক উন্মেষের বহু তথ্য অবগত হই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এতে তাঁর স্কুল জীবন তথা প্রবেশিকা পূর্বকালের কথা

রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়, বিশেষ করে প্যারিসীয় পর্ব-প্রসংগে লিখতে গিয়ে আমাদের তথ্য স্বল্পতায় ভুগতে হয়। অবশ্য জানা তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু 'পুনর্নির্মাণ' হয়তো করা যায়। কিন্তু উত্তরসুরির পক্ষে শিক্ষণীয়, অনুকরণযোগ্য অনেক কিছু তাতে যে বাদ পড়ে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯২১ সালে ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত হলো বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ। তিনি শহীদুল্লাহ সাহেবকে প্রভাষক পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসার দুরূহ কিন্তু ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না যুবক শহীদুল্লাহ। শাস্ত্রীকে সম্মত করালেন তাঁরই আবিষ্কৃত চর্যাপদ পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে।[৩] এ সময়ে চর্যাপদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলা ও ইংরজিতে তিনি প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করলেন। প্যারিসে গিয়ে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচন করলেন চর্যা ও দোহাকোষ নিয়ে। এ নির্বাচন যথার্থ হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পরে পরীক্ষা করা হবে। এখানে সে বিষয় নির্বাচনে তাঁর ফরাশি গুরুদের কোন হাত ছিল কিনা, প্যারিসে পাড়ি দেবার পূর্বাহ্নেই তিনি তা নির্বাচন করেছিলেন কিনা তা এখনো জানা যায় নি। অর্থাৎ প্যারিসে যাবার আগেই তিনি কি সেখানকার অধ্যাপকদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে গিয়েছিলেন? এ প্রশ্ন মনে জাগার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নের কিছু পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী ঢাকায় আসেন। 'প্রাচ্য মানবতাবাদ' শীর্ষক ইংরেজী বক্তৃতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধ রচনার সময় নিবন্ধকারের কাছে একটা সমস্যা ছিলো শহীদুল্লাহ লেভীর ছাত্র হননি কেন? প্রবন্ধটি রচনা শেষ করে নিবন্ধকার রওনা দেন টোকিওর উদ্দেশে। ঘটনাচক্রে সেখানে যাওয়া হয়। ফরাসী জাপানীজ ইনস্টিটিউটে। তখন জানা যায় যে শহীদুল্লাহর প্যারিস অবস্থান কালে (১৯২৬-১৯২৮) লেভী উক্ত ইনস্টিটিউটের প্রথম পরিচালক-রূপে টোকিওতে কর্মরত ছিলেন। শহীদুল্লাহ সাহেবের শিক্ষক জুল ব্লক্ তখন ঢাকা বা কলকাতায় এসেছিলেন কিনা বা তাঁর

সংগে আমাদের আচার্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা, তা অবশ্য জানা যায় না। দ্বিতীয় কারণ হলো : মাত্র দু বছরের পরিসরে তিনি যে দুরূহ বিষয়ের উপর নানা জটিল গ্রন্থিমোচনের প্রমাণসমৃদ্ধ কাজটি সমাধা করলেন, এটি প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। বিশেষ করে, আমরা সবাই জানি, শহীদুল্লাহ এছাড়া ধ্বনিতত্ত্বেও ডিপ্লোমা করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই ফরাশি ভাষার উপরও কিছু পড়াশুনা করেছিলেন কারণ কলিকাতায় ফরাশি অধ্যয়ন করে থাকলেও তা কখনোই পর্যাপ্ত হতে পারে না। অন্যান্য অনেক কিছু তো তাঁকে পড়তে হয়েছিলই। এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্যাদির অভাব রয়েছে। প্যারিস অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রেরিত আচার্যের তিনটি চিঠির কথা আমরা জানি। একটি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সফিয়ুল্লাহ, অন্যটি তাঁর এক কন্যার কাছে লেখা।[৪] এ দুটো চিঠিতে তাঁর প্যারিসের পড়াশুনা নিয়ে তেমন নতুন খবর নেই, যেমন রয়েছে বহুল-প্রচারিত 'প্যারীর পত্রে'।[৫] শেষোক্ত পত্র প্রেরণের সময় শহীদুল্লাহ সাহেব থাকতেন ১৬, রুা দেজেকোল্-এ। এটি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন থেকে খুবই কাছে, পায়ে হেঁটে ৩/৪ মিনিটের পথ। ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৭ সালের তারিখে অর্থাৎ ফ্রান্সের যাবার দু'মাস পরে তিনি যখন পুনর্বার 'পুরাদস্তুর নাম লেখান ছাত্র', তখন লিখছেন : "আমাকে আমার থিসিস উপলক্ষে বাঙ্গালা ব্যতীত আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, পুররীয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্দী, লাহিন্দা, কাশ্মিরী, নেপালী, সিংহলী ও মালদ্বীপী ভাষার আলোচনা করিতে হইতেছে। প্রাচীন ভাষার জন্য প্রাকৃত ও আবেস্তারও চর্চা করিতেছি। বিরাট ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিরাট কার্যের জন্য বিরাট আয়োজন চাই। তিব্বতী ও শিখিতেছি।" এরপর তিনি প্রসঙ্গান্তরে গেলেন এবং তার পরের অনুচ্ছেদে আবার লিখলেন: "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে Experimental Phonetics, বেদ, আবেস্তা, Comperative Philology-র ক্লাশে যোগদান করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন College de France-এও গিয়া থাকি। আমার থিসিস সম্বন্ধে Prof. Jules Bloch এর সহিত কার্য করি।"

এ চিঠি পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হবেন যে-কেউ। এও কি সম্ভব? অবশ্য নতুন বিন্যাসে একে গ্রহণযোগ্য করে তোলা আদৌ দুরূহ বলে মনে হয় না। প্রথমত, দেখতে হবে শহীদুল্লাহর সম্ভাব্য পরিক্রমণ কোন্

কোন প্রতিষ্ঠানে। তিন যুগ পরে, সুদীর্ঘ নয় বৎসর প্যারিসে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্তমান নিবন্ধকার নিম্নোক্ত তালিকা উপস্থাপন করছেন (পাঠকের সুবিধার জন্য ইংরেজি অনুবাদে) :

**প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় বা সর্বন[৬]**

ক. ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন

খ. প্র্যাকটিক্যাল স্কুল অব হায়ার স্টাডিজ

গ. ইনস্টিটিউট অব ফনেটিক্স ( স্পীচ আর্কাইভ )

ঘ. ন্যাশন্যাল স্কুল অব লিভিং অরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজেস

ঙ. কলেজ অব ফ্রান্স

এ ছাড়াও আরো দু'একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা শুনতে বা বই পড়তে হয়তো যেতেন। যেমন, বিবলিও থেকে নাসিওনাল বা জাতীয় গ্রন্থাগার, ম্যুজে পিইমে বা এশীয় যাদুঘর। এগুলো একটু দূরে অবস্থিত। প্রধানত পাতাল রেলেই যাতায়াত করতে হয়। তাঁর বাড়ীটি ছিল একটি আবাসিক হোটেল, প্রধানত ছাত্ররাই এর বাসিন্দা। সেখান থেকে হেঁটে ১০/১৫ মিনিটের পথ মসজিদ এবং 'ফইয়ে মুজুলুমঁ'। মসজিদে একটি পাঠাগার এবং আর্বী রেস্তোরাঁ রয়েছে। আর 'ফইয়ে মুজুলুমঁ' অবস্থিত ১১৫, বুলভা সাঁ্যা-মিশেল্-এ। এটি হলো তখনকার দিনে প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৫০০ মুসলমান (আরব) ছাত্রদের সমিতি কর্তৃক পরিচালিত রেস্তোরঁা। তবে নৈশ ভোজনের পর এখানে কখনো বক্তৃতা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো হয়তো। এখনও হয়ে থাকে। ওপরে সর্বনের অধীনস্থ যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে শেষের দুখানি ছিলো সেকালে প্রায় স্বাধীন। অর্থাৎ সর্বনের সঙ্গে একাডেমিক যোগাযোগ রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক দিক থেকে আলাদা। 'কলেজ দ্য ফ্রঁস' হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এতে কোন ডিগ্রী দেওয়া হয় না। এক কালে রাজপুরুষদের জন্য নির্মিত, বর্তমানে ফ্রান্সের সেরা অধ্যাপকদের জন্য তাঁদেরই নির্বাচনের ভিত্তিতে এবং তাঁদের প্রস্তাবিত বিষয়াবলীর ওপর গবেষণা ও বক্তৃতাদানের প্রতিষ্ঠান। এর অধ্যাপকদের বক্তৃতা

শোনার জন্য নানা বয়সী ফরাশি 'প্রবীণ' ছাত্র ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দু'চারটি দেশ থেকে অনেকে এসে থাকেন। শহীদুল্লাহ সাহেব 'ক' প্রতিষ্ঠানে সম্ভবত সংস্কৃত ও বেদ, 'খ' ও 'ঙ' তে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আবার শুধু 'ঙ' তে হয়তো প্রাকৃত, তিব্বতী ও আবেস্তা সম্পর্কিত বক্তৃতা শুনতে যেতেন। তাঁর অধ্যাপক জুল্ ব্লক্ 'ক' এর শিক্ষক এবং তখন হয়তো পরিচালকও। উল্লেখ্য যে ব্লক-এর অবিস্মরণীয় কীর্তি 'মারাঠী ভাষার গঠন-প্রকৃতি'। এই বিখ্যাত গ্রন্থ শুধু বিষয় বৈচিত্র্যে নয়, গবেষণা পদ্ধতির নবায়নেও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও আংশিকভাবে ব্লক পদ্ধতি-প্রভাবিত। ব্লক ভালো বাংলা জানতেন। 'সাহিত্যের বিশ্বকোষ' (গালিমার, ১ম খণ্ড) গ্রন্থে তিনি বাংলা সাহিত্যের ওপর সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 'বঙ্গে সুফী সাধনা' শীর্ষক ডক্টরেট অভিসন্দর্ভের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন ব্লক। বর্তমান নিবন্ধকারের কাছে লিখিত এক পত্রে (১৭-১-১৯৬০) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর অন্য দুই শিক্ষক Jean Przyluski (জঁ পুশিলুস্কি?)[৭] এবং Jean Bacot (জঁ বাকো)[৮] বেঁচে আছেন কিনা জানতে চেয়েছিলেন। ভারত-বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে এঁরাও ছিলেন স্বনামখ্যাত। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পড়াশুনার কায়দা ছিলো বেশ সনাতন পদ্ধতির। প্রায়শ গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিলো নিবিড়। শহীদুল্লাহ যেসব বিষয়ে পড়াশুনা করতেন তাতে নিশ্চয়ই খুব বেশী ছাত্রও হতো না। এবং যে বিষয়গুলোর কথা তিনি তাঁর উক্ত 'প্যারীস পত্রে' উল্লেখ করেছেন সেগুলো পড়েছেন auditeur libre হিশেবে, অর্থাৎ ওগুলোর জন্যে তাঁকে কোনো পরীক্ষার ঝামেলা পোহাতে হয়নি। হলে তার সার্টিফিকেট থাকতো। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের খাতিরে পত্রোক্ত ভাষাসমূহের ওপর তিনি বিভিন্ন অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনেছেন, 'নোট' নিয়েছেন এবং তাঁর অভিসন্দর্ভে ব্যবহার করা যায় কিনা ভেবেছেন। তাঁকে বেশ কষ্ট করে পড়তে হয়েছে তিব্বতী। তবে উপযুক্ত গুরু তিনি পেয়েছিলেন।

আপাতত একই শ্রেণীর মনে হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পড়াশুনা তিনি করেছিলেন—'গ' প্রতিষ্ঠানে ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে গিয়ে। উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি এই বিষয়ে অধ্যয়নকারী প্রথম এশীয়বাসী। এখানে তিনি একটি 'ডিপ্লোমা' করেছেন—'থিসিস' সমেত। গবেষণা-

পত্রটির নাম 'লে সোঁ দ্যু বেঁঙ্গালি' বা বাংলা ধ্বনি। সম্ভবত এই অধ্যয়নের কাজটি শহীদুল্লাহ সাহেব প্রথম বছরেই সমাধা করেছেন। এর সঙ্গে তাঁর ডক্টরেটের পড়াশুনার কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমান নিবন্ধকার (১৯৬০–৬১) এবং তাঁর বন্ধু, সম্প্রতি পরলোকগত ডঃ কাজী ওয়াহিদুল্লাহও (১৯৬৪–৬৫) এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেছেন। ষাটের দশকে সপ্তাহে ছ'ঘন্টা ক্লাসের কোর্স অধ্যয়ন করে এখানে ছ'মাসে একটি সার্টিফিকেট করা যেত। উত্তরসূরি দুজন তা করেছেন। নিবন্ধকার আরো ছ'মাস কোর্স করে উচ্চতর সার্টিফিকেটও করেছেন; কিন্তু আরো এক বছরের কোর্স করে, গবেষণা-পত্র রচনা করে 'ডিপ্লোমা' করেননি। সম্ভবত শহীদুল্লাহ সাহেবের সময়ে 'সার্টিফিকেট' কোর্স-গুলো ছিলোনা অথবা থাকলেও ডিপ্লোমার জন্য আবশ্যক বা পরিপূরক ছিলোনা। যাহোক, আমাদের দুর্ভাগ্যবশত, শহীদুল্লাহ সাহেবের গবেষণা-পত্রটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বা 'আর্কাইভে' কোথাও নেই। উত্তর-সুরি দুজন এ ব্যাপারে বহু অনুসন্ধান চালিয়েছেন। ওটি এক অগ্নিকাণ্ডে অথবা যুদ্ধের সময় বিনষ্ট হয়ে যায় বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা। শহীদুল্লাহ সাহেবের প্যারিসে অধীত ধ্বনিতত্ত্বের পাঠ পরবর্তী কালে খুব কার্যকর হয়েছে। তাঁর ছাত্র, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অন্যান্যরা এক্ষেত্রে মূল্যবান গবেষণা করেছেন। তথাপি বর্তমানে তাঁর অগ্রণী কাজটির পরিচিতি লাভ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে আমাদের। আচার্যের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে সম্ভবত এটি এখনো আত্মগোপন করে আছে।

শহীদুল্লাহ সাহেব প্যারিসে পড়তে গিয়েছিলেন ১৯২৬ সনে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ বছর অধ্যাপনা করেছেন। বিদেশে অধ্যয়নের জন্য ছুটি গ্রহণ করেছেন দুবছরের। সম্ভবত তিনি পুরো বেতনই পেয়েছিলেন এবং বেতন থেকে অগ্রিম নিয়েছিলেন। বৃত্তি পাননি তিনি ভারত সরকার, ফরাশি সরকার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের। একচল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও আরো কয়েকজন পোষ্য রেখে বিদেশে অধ্যয়নের এই সংকল্প খুব সহজ ব্যাপার নয়। সাধনার ফলে শহীদুল্লাহ্র সংকল্প সিদ্ধিলাভ করেছিল। তাঁর সিদ্ধিলাভের ক্ষেত্রে প্যারিস অবস্থান ফলপ্রসূ হয়েছিল। সর্বনে পড়ার খরচ ছিল নগণ্য।

"প্যারীস পত্রে" তিনি উল্লেখ করেছেন: "এখানে শিক্ষা অবৈতনিক, কেবল ভর্তি হইতে ১০০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ১০৲) লাগে।" ছাত্রদের জন্য ছিল এবং এখনো আছে বিশেষ অনুদানসমৃদ্ধ রেস্তোঁর। বাইরে খেতে গেলে, এমনকি বিলাতে অধ্যয়নরত বাঙালি ছাত্রদের মতো নিজে পাকাতে গেলেও খরচ পড়ে দু-চারগুণ বেশী।

সর্বনে 'দকত্যর দ্য লুনিভের্সিতে' ডিগ্রী লাভের জন্য প্রয়োজন: কমপক্ষে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী, গবেষণা প্রকল্প এবং তত্ত্বাবধায়ক (যাকে ওখানে বলা হয়, 'দিরেক্ত্যর দ্য লা থেজ') কর্তৃক তার অনুমোদন, ন্যূনপক্ষে এক বছরের আবাসিকতা, অভিসন্দর্ভ জমা দেবায় অন্তত ছ' মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্ধারিত একজন অধ্যাপকের কাছে পরীক্ষার জন্য হাজির হওয়া (পরীক্ষাটি লিখিত/মৌখিক অথবা দুইই হতে পারে, সাধারণত প্রার্থীর ফরাশি জ্ঞান এবং গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যাচাই করে দেখা হয়)। সে আমলে সম্ভবত অভিসন্দর্ভ শুধু মুদ্রিত আকারেই জমা দেবার রেওয়াজ ছিল। ষাটের দশকে মুদ্রাক্ষরে তথা টাইপ করা অবস্থায় জমা দেওয়া যেত। ফ্রান্সে ডক্টরেট ডিগ্রীর যে 'ভাইভা' বা মৌখিক পরীক্ষা হয় তাকে বলে 'সুভনঁস', এতে সাধারণ তিনজন পরীক্ষক থাকেন। এঁদের বলা হয় জুরী। বয়োবৃদ্ধ সদস্যের ওপর বর্তায় সভাপতির দায়িত্ব। ডক্টর শহীদুল্লাহর অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় স্পষ্ট উল্লেখ নেই তাঁর পরীক্ষক কে কে ছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে যে পূর্বোল্লেখিত ব্লক, বাকো, পুশিলুস্কি—এই তিন জনই জুরী থেকে সর্বসমক্ষে তাঁকে জেরা করেন (এ পরীক্ষায় যে কেউ উপস্থিত হতে পারে—নীরব দর্শক শ্রোতা হিসেবে। এ মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়, তাছাড়া পরীক্ষার্থী নিজেও উৎসাহী বন্ধু মহলকে অবহিত করে থাকেন।) এবং 'অতি উচ্চ সম্মানের সহিত' (আভেক লা মঁসিয়োঁ ত্রেজনরাব্‌ল) ডিগ্রী প্রদানের সুপারিশ করেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিসন্দর্ভ এবং প্রথম বড় কাজ, 'লে শঁ মিস্তিক' (মরমীদের গান) নামে পরিচিত। পুরো নাম পত্রটি এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে: তেক্সৎপুর লেত্যুদ দ্যু বুদ্ধিস্‌ম তার্দিফ (বিলম্বিত বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের রচনাবলী) /লে শঁ মিস্তিক দ্য কাহ্ন এ দ্য সরহ/

লে দোহাকোষ (অঁনপভ্রংশ, আভেক লে ভের্সিয়োঁ তিবেতেন্)/এ লে চর্যা (অঁ ভিয়েঁা বেঙ্গালী)/আভেক অঁ্যাত্রোদুক্সিওঁ, ভকাব্যুলের এ নৎ পার/এম শহীদুল্লাহ, এম. এ. (ক্যাল)/দকত্যর দ্য ল্যুনি ভেসিতে দ্য পারী/দিপ্লোমে দ লঁ্য স্তিত্যু দ্য ফনেতিক, পারী/ম্যাৎর দ্য কোঁফেরসঁ আ ল্যুনিভেরসিতে দ্য ঢাকা, বেঙ্গল/ (প্রকাশক) আদ্রিয়ঁ ম্যাজন্যভ/ ৫ র‍্যু দ্য তুরনো, ৫/পারী ৬/১৯২৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা দ-২৩৬।[৯] গ্রন্থটি লেখক উৎসর্গ করেছেন "সর্বকালের সেরা ভারততত্ত্ববিদদের অন্যতম আল-বিরুনীকে এবং গ্রন্থকারের এশীয় ও য়ুরোপীয় শিক্ষকদের।" শুরুতেই রয়েছে অধ্যাপক জুল ব্লকের ভূমিকা। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত জার্মান অব দ্য ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর অষ্টম সংখ্যায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠার এই দুরূহ ভূমিকাটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। ভূমিকায় জুল ব্লক প্রধানতঃ কাজটির গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, এই অধ্যয়ন "শুধু ভাষা-তত্ত্ব (ফিললজি) নয়, একটি ভারতীয় জাতির ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এবং একটি মহৎ ধর্মের ইতিবৃত্ত জড়িত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই সূক্ষ্ম কাজের ভার গ্রহণ করে এবং তাৎপর্যময় সাফল্য অর্জন করে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।"

গ্রন্থটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে ভূমিকাও বলা হয়েছে। এতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে: মুখবন্ধ, দোহাকোষের ধর্মীয় মতবাদ, দোহা-কোষের লেখকবৃন্দ, দোহাকোষের ধ্বনিতত্ত্ব ও ব্যাকরণ, দোহাকোষের ছন্দ ও মাত্রা। দ্বিতীয় ভাগের 'ক' অংশে রয়েছে কাহ্নর দোহাকোষ। অধ্যায়গুলো বিন্যস্ত হয়েছে তিব্বতী ভাষ্য সমেত পাঠ, অনুবাদ, টীকা, পরিশিষ্ট-১ অপভ্রংশ-সংকেত-তিব্বতী শব্দসমষ্টি, শব্দতাত্ত্বিক টীকা। পরিশিষ্ট-২ কাহ্নর চর্যা, পাঠ, টীকা। 'খ' অংশ আছে সরহ-র দোহা-কোষ—তিব্বতী ভাষ্যসহ পাঠ, অনুবাদ, টীকা। পরিশিষ্ট-৩ অপভ্রংশ-সংস্কৃত-তিব্বতী শব্দ-সমষ্টি, শব্দতাত্ত্বিক টীকা। পরিশিষ্ট-৪ সরহ-র চর্যা। পাঠ, অনুবাদ এবং ১ পৃষ্ঠায় শুদ্ধি পত্র।

এই হলো অভিসন্দর্ভ অর্থাৎ অভিসন্দর্ভের সূচি-পত্র। এ সম্পর্কে অন্যত্র দীর্ঘতর আলোচনা করা হবে।[১০] জুল ব্লক থেকে শুরু করে শহীদুল্লাহর কাজের মাহাত্ম্য নিয়ে মন্তব্য করেছেন অনেকে। সেকালে

অনেক সমালোচনাও নিশ্চয়ই প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের কল্যাণে আমরা শুধু একটি রিভিউর কথা জানতে পারি। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী' পত্রিকায়।[১১] তিনি নাকি তা অনুবাদ করে একটি সাময়িকীতে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে মূল ও অনুবাদ দুটোই লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করছে।[১২] ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে এযাবৎ বইটি বিশ্বের তাবৎ পণ্ডিতবর্গ বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ, দোহাকোষ, চর্যা বা হাজার বছর আগেকার কোনো ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্নে ব্যবহার করে আসছেন। কখনো তাঁরা ডক্টর শহীদুল্লাহর মতামত গ্রহণ করেছেন, কখনো বা ভিন্নমত পোষণ করেছেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়েছে যে তাঁকে পাশ কাটিয়ে এ-বিষয়ে কোনো গবেষণা সম্ভব নয়। এ-নিয়ে আপাতত দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে, এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষক Per Kvderne যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেছেন যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কারের ওপর শহীদুল্লাহ পাঠ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন সাধন করেছেন। চর্যার কয়েকটি মাত্র গান নিয়ে কাজ করলেও তিনি তানজুর থেকে তিব্বতী ভাষ্য ব্যবহার করে যে অনুবাদযোগ্য পাঠ উপস্থাপন করলেন তাতে পদ্ধতিগত সূত্র তৈরী হলো যা পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা চর্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।[১৩] ইদানীং তাঁরই ছাত্র ও সহকর্মী অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান চর্যাপদের সবগুলো পাঠ ও গবেষণা, বিশেষ করে হিন্দীতে রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও ডক্টর ধর্মবীর ভারতীর অভিমত বিচার করে নতুনতর বিশ্লেষণ ও পাঠ নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন।[১৪] এই নিবন্ধ রচনার মধ্যভাগে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পুরনো কাগজপত্রে সংগ্রহে প্রাপ্ত দুটো চিঠি পরীক্ষা করবার সুযোগ আমরা পেয়েছি।[১৫] লা ভালে পুস্যাঁ এবং জে. রেইভার নামক দুজন বিখ্যাত বৌদ্ধতত্ত্ববিদ উপহার পেয়ে বইটি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। লা ভালে পুস্যাঁ অবশ্য একটু সমালোচনার ভঙ্গিতে বলেছেন ; বাংলা যদি এতো বয়সী হয় বেশ ভালো বটে, বৌদ্ধতন্ত্র যদি হয় একটু সাত্ত্বিক তাও মন্দ কি !

অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই তাঁর শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন তাঁর মতো বহুভাষাবিদ ও বহুবিষয়মুখী ভাষাতাত্ত্বিক সাধক আমাদের ভূখণ্ডে খুব বেশী দেখা যায়নি।[১৬] আচার্যের প্যারিসে

পড়াশুনার কালে এই দুধরনের বৈশিষ্ট্য সবারই বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আহরণ করতো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষায়নের দিকে জোর দেওয়া হলো বেশী। শহীদুল্লাহ প্যারিসে অধ্যয়নকালীন সময়ে (ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের বাইরেও) ইসলাম সম্পর্কে তাঁর আকৈশোর আগ্রহ বিস্মৃত হয়েছেন, একথা বলা যাবেনা। পরবর্তীকালে তাই তিনি আমাদের উপহার দেন 'ইসলাম সম্পর্কে নাপোলেওঁ' কিংবা 'হজরত মুহম্মদ (দঃ) প্রসঙ্গে লামার্তিন' প্রভৃতি রচনা। এগুলো প্রত্যক্ষভাবে ফরাশি দেশে অধ্যয়নের ফলে রচিত। সে-সময়ে প্যারিসে অবস্থানরত প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী শাহেদ সুহরাওয়ার্দী শহীদুল্লাহ সাহেবকে উদয়শংকরের নৃত্যানুষ্ঠানের সমজদার করতে সচেষ্ট ছিলেন, শুনেছি[১৭], কিন্তু সময়াভাবে প্যারিসের সাহিত্য জগতের সঙ্গে সম্ভবত যোগাযোগ স্থাপন করতে তিনি পারেননি। তাঁর সমকালীন কিছু অগ্রবর্তীকালের ছাত্র ইতিহাসবিদ ডক্টর কালিদাস নাগ ফরাশি কবি পিয়ের জুঁ জোভ-এর সহযোগিতায় 'বলাকা' অনুবাদ করেছিলেন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন রম্যাঁ রলাঁ-র সঙ্গে। এ সময়ে বীরেন ব্যানার্জী নামে জনৈক গবেষক 'বাংলার নৃতত্ত্ব' অভিসন্দর্ভের জন্য ডিগ্রি পান সর্বন থেকে। দুবছর পর লাহোরের রহমত আলী, যিনি খেলাফত আন্দোলনের সময় আফগানিস্থানে হিজরত করে, পরে মস্কো ঘুরে প্যারিসে এসে 'হিন্দু মুসলিম সংঘাত—অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ' বিষয়ে গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি পাকিস্তানের প্রস্তাবক চৌধুরী রহমত আলী নন। প্যারিসে তখন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের নবতর পর্যায় নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। ডক্টর শহীদুল্লাহর কিছু রচনায় এর প্রভাব যে পড়েছে তাতে সন্দেহের কারণ দেখিনা। সমকালে শুধু দুজন বাঙালি মুসলমান, সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র, বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে গিয়েছিলেন বলে আমরা জেনেছি।[১৮] একজন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন যিনি আরবী সাহিত্যে ডক্টরেট করেন। ফিরে এসে অধ্যাপক এবং পরে উপাচার্যও হন। অন্যজন, আসকর আলী—তিনিও বি. এ. এবং বার-এট্-ল. উপাধি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন দীর্ঘকাল। এভাবে শুরু। একজন, দুজন ও তিনজন। পরে অনেকে, ঘরে-বাইরে, ছড়িয়ে পড়েছেন জ্ঞানান্বেষণে। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্যারিসের পড়াশুনা তাঁর নিজের এবং জাতির জীবনে সন্ধান দিলো এক নতুন দিগন্তের।

## তথ্য-নির্দেশ

১ কেউ লিখেছেন, সাম্প্রদায়িক কারণে বৃটিশ সিভিল সার্জন তাঁকে স্বাস্থ্যগত ছাড়পত্র দেননি (নাসির আলী, 'শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ', পৃ. ৩৪, ডক্টর পবিত্র সরকার উল্লেখ করেছেন যে তিনি ধর্মীয় কারণে যাননি (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ১১২), ডক্টর গোলাম সাকলায়েন এর মতে, রাজনৈতিক কারণে তাঁর যাওয়া হয়নি (জর্মনী ভাষণ, ১১-৭-৮৭)।

২ দ্রষ্টব্য, 'শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ', মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৭।

৩ দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আব্দুল হাই সম্পাদিত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৫৫৮-৬৮

৪ প্রথম পত্রটি কোথায় প্রকাশিত দেখেছি স্মরণ করতে পারছি না, দ্বিতীয় পত্রটি এ বছরের গোড়ার দিকে ঢাকা বেতারের একটি অনুষ্ঠানে পঠিত হতে শুনেছি।

৫ একটি ছাত্রকে লেখা পত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয় "সলিমুল্লাহ মুসলি মহল বার্ষিকী" (১৯২৭)-তে পরে 'শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থে' (১৯৬৭) এবং সম্প্রতিকালে 'ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থে' (১৯৮৫)। তাঁর আত্মীয় মোতাদাইয়েন বা অন্য কারু কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্র সংগ্রহ করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

৬ খ্রীস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রবের ল সর্‌বোঁ-প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রই কালক্রমে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। ফরাশিরা আদর করে সেই পুরনো দালান/এলাকাকে এবং আরেকটু বিস্তৃতি ঘটিয়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়কে 'লা সর্বন্' বলে থাকে। ১৯৭৩ সালের দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বিশ্ব-বিদ্যালয়টিকে তেরোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

৭ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর অভিসন্দর্ভের মুখবন্ধে অধ্যাপক পুশিলুস্কি (?) কে তাঁর তত্ত্বাবধায়কেরও আগে এবং মর্যাদাভরে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং এই ফরাশি গুরুই তাঁকে উক্ত গবেষণা কার্যে অনুপ্রাণিত করেছেন তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কখন? তাঁর সংগে কি আগে থেকে যোগাযোগ ছিলো? এবং

শহীদুল্লাহ পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েই প্যারিসে গিয়েছিলেন? বৌদ্ধ শাস্ত্র, তিব্বতী এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত ছিলেন পুশিলুস্কি।

৮ ফরাশি ভাষায় লিখিত দু'খণ্ডে 'সাহিত্যিক তিব্বতী ভাষার ব্যাকরণ' এবং 'তিব্বতের ইতিহাস' তাঁর প্রধান কীর্তি।

৯ প্রকাশক বর্তমানে ঠিকানা বদল করেছেন : ১১ র‍্যু সাঁ স্যালপিস। কিন্তু একই পারী-৬ এ অবস্থিত। বর্তমান স্বত্বাধিকারী জঁ ম্যজন্যভ। ১৯৭৭ সালে তাঁর সাথে বর্তমান নিবন্ধকারের দেখা হয় উক্ত প্রকাশনালয়ের দোড়গোড়ায়। তিনি তালাবদ্ধ করে চলে যাচ্ছিলেন। নিবন্ধকার শহীদুল্লাহর বইটি কিনতে চাইলে তিনি বললেন, অন্যদিন আসুন। কর্মচারী চলে গেছে খুঁজে পাবো না।বইটি এখনো পাওয়া যাচ্ছে দেখে নিবন্ধকার আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করে কিছু বললে ম্যজন্যভ ফরাশি সুলভ খেদোক্তি করলেন : 'আমার বাবা যে বই ১৯২৮ সনে প্রকাশ করেছেন আর আমি এখনো বিক্রি করে শেষ করতে পারিনি তাতে মজার ব্যাপার কেথায় পেলেন? . . . .' শেষ অবধি বইটি কেনা হয়নি। এর আগেও অন্তত দুবার বইটি কিনতে গিয়ে বিফল মনোরথ হতে হয়েছে কোনো না কোন কারণে। বছর খানেক আগে ঢাকায় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে অধ্যাপক মনসুর উদ্দীনের কাছ থেকে তাঁর কপিটি ধার নেন। এই সুযোগে পুরো বইটির তিনটি ফোটো কপি করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। (এক কপি সংরক্ষিত হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর গ্রন্থাগারে। মনসুর উদ্দীন সাহেব বলেছেন, তিনি চট্টগ্রামের পকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটিতে অর্ডার দিয়ে বইটি আনিয়েছিলেন। যেদিন হাতে পেলেন, সেইদিনই খুশীতে ডগমগ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের একটা স্বাক্ষরও সংগ্রহ করেছেন। তারিখটি হচ্ছে ১২-৫-৫২, ঐ সালে বইটির দাম পড়েছিল ২০্ আর বর্তমানে প্যারিসে বইটির দাম পড়বে প্রায় ৫০০ ওপরে, যে নামপত্র দেয়া হয়েছে প্রকাশকের তালিকায়ও তাই আছে। অথচ সাধারণত বইটি 'লে সাঁ মিস্তিক' নামে উল্লেখিত হয়। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত প্রকাশকের তালিকার পেছনে ঐ এলাকার একটি মানচিত্র আছে।

১০ প্রস্তাবিত শহীদুল্লাহ স্মারক বক্তৃমালা। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬।

১১ 'শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ', পৃ. ৭১

১২ অনুবাদকের কাছে শ্রুত।

১৩ Cf. *An Anthology of Buddhist Tantric Songs : A study of the Caryagiti ;* Oslo : University Forlaget, 1977 ; p. 6.

১৪ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে দুটি গ্রন্থ ঃ 'চর্যাগীতিকা' (১৯৮৪) 'চর্যাগীতি প্রসঙ্গে' (১৯৮৫)। দুটোই বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা।

১৫ শহীদুল্লাহ স্মৃতি সংসদের সম্পাদক এবং আচার্যপুত্র জনাব তকীয়ুল্লাহর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৬ 'শহীদুল্লা সংবর্ধনা গ্রন্থ', পৃ. ১৮৯

১৭ সৈয়দ আলী আহসান, "ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : স্মৃতিগত তাৎপর্য"; 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ', বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৭৩

১৮ 'শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থ'-সম্পাদক মুহাম্মদ সফিয়্যুল্লাহ প্রদত্ত তথ্য, সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৭২